OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 15
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 139 - 144
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 139 - 144
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

সত্যজিৎ রায়ের ‘বঙ্কুবাবুর বন্ধু’ : ভাষাশৈলী

অরুণিতা বর
গবেষক, বাংলা বিভাগ
ডায়মণ্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: arunitabar9@gmail.com

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Stylistics, Speech, Dialogue, Narration, Diction, Language of intonation, Language of physical gestures, Para language, Symbol, Bullying, Science fiction.

Abstract

Language is any medium of communication. Through the mastery of language use, a story can be vividly painted in the reader’s mind like a picture. The technique of using language is what we call style. Stylistics is a branch of applied linguistics that analyzes the practical variations of language depending on individuals or situations—for instance, an author’s choice of words, tone, narrative style, grammar, and linguistic patterns.

Analyzing the language of a narrative at the phonological, morphological, syntactic, and semantic levels of linguistics is what constitutes stylistic analysis of narrative language. The play of language in a narrative can also be revealed through the use of dialects, bilingualism, diglossia, or multilingualism in characters.

Narrative discourse is of two types: descriptive discourse and dialogic discourse. In descriptive discourse, the narrator speaks directly. In dialogic discourse, the narrator makes characters speak on his behalf. To highlight dialogic discourse, descriptive discourse becomes necessary. Before dialogic discourse, the writer usually inserts short objective declarative sentences, which belong to descriptive discourse. Through these declarative sentences, the writer portrays a character’s physical gestures, manner of speaking, and intonation to the reader via language. This lends additional dimension to the dialogue. In this way, the true nature of each character is revealed.

In dialogic discourse, the writer presents the main message of the narrative to the reader. In descriptive discourse, the surrounding environment of the story, the behavior of the characters, their state of mind, their attire, and every detail is elaborated. In Satyajit Ray’s short story ‘Bankubabur Bandhu’, the author employs the first-person narrative style, making use of both forms of discourse. In the dialogues of the characters, the themes of diglossia and multilingualism appear from the perspective of sociolinguistics. The story has been made vivid like a picture through the techniques of repetition, special word choice, phrase usage, onomatopoeic expressions, mimetic sounds, and

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 15
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 139 - 144
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

reduplication of words. This article has sought to analyze and demonstrate these aspects.

Discussion

বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু' গল্পটাকে নিছক কল্পবিজ্ঞানের গল্প ভাবতে পারি না। গল্পটা কাটা ছেঁড়া করলে দেখতে পাই - অনেকটা অংশ জুড়ে আছে Bullying-এর চিত্র। গল্পে উল্লেখিত ঘটনাগুলি সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া, সেই আলোচনায় উঠে আসা গণমাধ্যমে আলোচিত কিছু ঘটনার প্রতিচ্ছবি। নিধু মোক্তারের বঙ্কুবাবুর ক্রেডিট চুরি করে নেওয়া। 'ময়ূরকণ্ঠি জেলি' গল্পে শশাঙ্ক তার বন্ধু প্রদোষের অপ্রকাশিত গবেষণার ফাইন্ডিংস চুরি করে। এই গবেষণার কথা একমাত্র অমিতাভ জানত। সমস্ত প্রমাণ মুছে ফেলতে শশাঙ্ক অমিতাভকেও পরিকল্পনা মাফিক খুন করে। এই ঘটনা গুলো এখন আমরা আমাদের প্রাত্যহিক খবরের তালিকায় পাই। অন্ধকারে তার পিঠের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া, ঘাড়ে চোট লাগা, পানে আসল মশলার বদলে মাটির মশলা দেওয়া, জোর করে ধরে বেঁধে গান গাওয়ানো ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ঘটনাগুলো যদি বাস্তবে কল্পনা করি, সেটা এক ভয়ানক ব্যাপার। বঙ্কুবাবুর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আরো ভয়ানক কারণ বঙ্কুবাবু একজন স্কুল শিক্ষক। তার বাইশ বছরের শিক্ষকতা জীবন, পঞ্চাশ বছর বয়স। শুধু গল্পের ঘটনার কথা না আওড়ে; চরিত্রদের সংলাপের ভাষা রচনাশৈলী কীভাবে চরিত্রদের স্বরূপ উন্মোচিত করেছে, গল্পের ভাষা কীভাবে গল্পটাকে ছবির মতো প্রদর্শন করছে; সেটির বিশ্লেষণই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

চরিত্রদের ফুটিয়ে তুলতে সংলাপের গুরুত্ব অনেক। সংলাপের প্রাণ হল ভাষা। সেখানে প্রতিটা শব্দের দাম অনেক। সংলাপ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে, নাট্যক্রিয়া বা অভিনয়ের অভাবকে কথক পূরণ করতে চায়, চরিত্রের স্বরক্ষেপণ, অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি প্রায়-ভাষা উপাদানকে অ্যাখান বিবরণে সাজিয়ে দিয়ে।[১] গল্পের স্বরূপ উন্মোচিত হবে উকিল শ্রীপতি মজুমদারের বাড়িতে বসা আড্ডার বন্ধুরা বঙ্কুবাবুর সাথে কেমন আচরণ করত আর প্রতিক্রিয়ায় বঙ্কুবাবুর আচরণ। আড্ডার সংশ্লিষ্ট চরিত্রদের কিছু সংলাপ -

ক) বঙ্কুবাবু কিন্তু কখনও রাগেননি। কেবল মাঝে মাঝে গলা খাঁকরিয়ে বলেছেন— ছিঃ[২]

খ) নিধুবাবু অম্লানবদনে প্রথম দেখার ক্রেডিটটা নিজেই নিয়েছেন, এবং সেই নিয়ে খুব বড়াই করছেন। বঙ্কুবাবু কিচ্ছু বললেন না।[৩]

গ) বঙ্কুবাবু মৃদুস্বরে বললেন, 'অন্য গ্রহ থেকে কোনও লোক-টোক...'[৪]

ঘ) ভৈরব চক্কোত্তি তাঁর অভ্যাসমতো বঙ্কুবাবুর পিঠে একটা অভদ্র চাপড় মেরে দাঁত বের করে বললেন, 'বাঃ বঙ্কুবিহারী, বাঃ!'[৫]

ঙ) চণ্ডীবাবু নিধু মোক্তারের কোমরে খোঁচা মেরে ইশারায় বঙ্কুবাবুকে দেখিয়ে ন্যাকা-ন্যাকা গলায় বললেন, 'আমার কিন্তু বাবা মনে হয় যে, বঙ্কু ঠিকই বলেছেন। বঙ্কুবিহারীর মতো লোক যেখানে আছে সেখানে আসাই তো তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কী বলো নিধু? ধরো যদি একটা স্পেসিমেন নিয়ে যেতে হয়, তাহলে বঙ্কুর মতো আর দ্বিতীয় মানুষ কোথায় পাচ্ছে শুনি?[৬]

চ) নিধু মোক্তার সায় দিয়ে বললেন, 'ঠিক ঠিক। বুদ্ধি বলো, চেহারা বলো, যাই বলো, ব্যাঁকা একেবারে আইডিয়াল।'[৭]

ছ) রামকানাই বলল, 'একেবারে জাদুঘরে রাখার মতো। কিংবা চিড়িয়াখানায়।'[৮]

জ) বঙ্কুবাবু মনে মনে বললেন, স্পেসিমেন যদি বলতে হয় তো এঁরাই বা কী কম? ওই তো শ্রীপতিবাবু— উটের মতো থুতনি। ভৈরব চক্কোত্তি— কচ্ছপের মতো চোখ, ওই নিধু মোক্তার ছুঁচো, রামকানাই ছাগল, চণ্ডীবাবু—চামচিকে।[৯]

ঝ) বঙ্কুবাবু জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে বললেন...[১০]

সংলাপ বলার মূহূর্তে চরিত্রদের স্বরক্ষেপণ, অঙ্গভঙ্গির যে উল্লেখ কথক করেছেন, ভাষা-বিজ্ঞানের পরিভাষায় তাকে প্রায়-ভাষা (Para Language) বলে। উপরোক্ত (ক)-দৃষ্টান্তে বঙ্কুবাবু ছাত্রদের ওপর রেগে গিয়েও রাগ দেখাতে পারে না চাকরি হারানোর ভয়ে।। (খ)-দৃষ্টান্তে নিধুবাবু দ্বিধাহীনভাবে বঙ্কুর উপস্থিতিতেই তার ক্রেডিট নিজের বলে চালাচ্ছে অসঙ্কোচে কুণ্ঠাহীনভাবে। যার ক্রেডিট সেই-ই বরং কুণ্ঠিত। (ঘ)-দৃষ্টান্তে ভৈরব চক্কোত্তি বঙ্কুবাবুকে অভদ্র চাপড় মারছেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 15
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 139 - 144
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

'অভদ্র' বিশেষণ চাপড় ক্রিয়া বিশেষ্যকে বিশেষায়িত করছে। 'অভ্যাসমতো' মানে প্রায়শই ঘটে। এখানে প্রতি পদে পদে স্মরণ রাখতে হবে বঙ্কুবাবুর বয়স পঞ্চাশ বছর এবং পেশায় শিক্ষক। ভৈরব চক্কোত্তিও ওই বয়সের। আচরণ স্থান কাল পাত্র ভেদে ভিন্ন মাত্রা পায়। (ঙ)-দৃষ্টান্তে 'খোঁচা মারা' ক্রিয়াকলাপ বুঝিয়ে দেয় প্রশংসার ছলে নিন্দা। (চ)-তে বঙ্কুবাবুকে আইডিয়াল বললেও 'ব্যাঁকা' সম্বোধন বুঝিয়ে দেয় ব্যঙ্গ করে বলা। (জ)-দৃষ্টান্তের সংলাপ বঙ্কুবাবুর। সবার শারীরিক অঙ্গভঙ্গি (Gesture) বা স্বরক্ষেপণ (Tone) প্রকাশিত প্রকটিত। কেবল বঙ্কুবাবুই সংলাপ মনে মনে বলে। মুখে বললেও সেটা মৃদুস্বরে বলে। এই প্রকাশিত এবং নীরব প্রায়-ভাষা প্রতিটা ব্যক্ত সংলাপের আলাদা ইমেজ তৈরি করে। স্বাভাবিকভাবেই নীরব এবং সরবের ভাষা আলাদা মাত্রার।

উদ্ধৃত কোনো সংলাপেই কোনো স্ল্যাং বা অশ্লীল শব্দের প্রয়োগ নেই। ভাষার অর্থ ভীষণভাবে প্রেরক ও গ্রাহকের সম্পর্ক কেন্দ্রিক। এগুলো যথেষ্ট কুরুচিকর ব্যঙ্গ করেই বলা। (ঙ), (চ), (ছ) দৃষ্টান্তের 'স্পেসিমেন', 'আইডিয়াল', 'জাদুঘর' বা 'চিড়িয়াখানা' শব্দগুলো সাধারণ বিশেষ্য। কিন্তু এখানে বক্তার শ্রোতার প্রতি মনোভাবে বাক্যে ব্যবহৃত পদ হিসেবে ব্যঙ্গার্থক অর্থের স্তরে উন্নীত হচ্ছে। বা যেখানে উত্তম পুরুষ কথনে সংশ্লিষ্ট চরিত্রদের সম্পর্কে মন্তব্য করছে- 'কেউই বিশেষ কিছু জানে না, তবে এসব কথা বলতে তো আর টিকিট লাগে না, বা বললে পুলিশেও ধরে না, তাই সবাই ফোড়ন দিচ্ছেন।'[১১] এখানেও একই ঘটনা ঘটছে, সাধারণ শব্দ পরিবেশ প্রেক্ষিত অনুযায়ী গল্পের অধিবাচনে (Discourse) অতিরিক্ত অর্থে প্রযুক্ত হচ্ছে। তারা যেটা জানে না, সেটা নিয়েও যে অতিরিক্ত কথা বলে, চরিত্রদের সেই স্বভাব প্রকৃতির জানান দিচ্ছে। স্পেসিমেন বা নমুনা সংগ্রহ করা হয় বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য। এর সমার্থক 'স্যাম্পেল' শব্দটা টায়-টিটকিরির জন্য অপশব্দ হিসেবে চলিত বাংলায় খুবই ব্যবহৃত - 'তুই একখানা স্যাম্পেল মাইরি', 'তোর একখানা স্যাম্পেল রাখা উচিত'। 'ঘর তো নয় যেন চিড়িয়াখানা' বা 'জাদুঘরে রাখার মতো' বা 'বাঁধিয়ে রাখার মতো' এই বাক্যবন্ধ গুলো শিক্ষিত শিষ্ট জনের সমাবেশে কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য প্রয়োগ হয়। 'বঙ্কু' এবং 'ব্যাঁকা' সমার্থক শব্দ। ব্যাঁকা ধ্বনিগত স্তরে পরিবর্তন। বর্তমানে চলিত বাংলায় এটি অপশব্দ বলেই বিবেচিত। প্রতিটি সংলাপের বাচনভঙ্গির বর্ণনায় শব্দচয়ন (ঘ)-তে 'দাঁত বের করে' (বিশেষ্য ক্রিয়া মিলিত পদবন্ধ), (ঙ)-তে 'খোঁচা মেরে' (ক্রিয়া পদবন্ধ), 'ন্যাকা-ন্যাকা গলায় (বিশেষণ-বিশেষ্য পদবন্ধ) ব্যঙ্গের ইমেজকে আরো তীব্র ভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। এগুলো পদবন্ধ (Phrase) আকারে প্রযুক্ত অপশব্দ। যা বাক্যে একক অংশ হিসেবে অবস্থান করে নির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে, কিন্তু সম্পূর্ণ বাক্য তৈরি করতে পারে না। চলিত বাংলায় এর ব্যবহার ব্যাপক। এই গল্পেই আছে 'ফোড়ন দেওয়া' এটিও এই গোত্রের অপশব্দ।

অ্যাখানের অধিবাচনে পুনরুক্তি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের প্রাত্যহিক কথা বলায়ও তাই। কোনো বক্তব্যের ওপর জোর দিতে পুনরুক্তি বা পুনরাবৃত্তি করা হয়ে থাকে। ফলে শুরুর বক্তব্য শেষেও পুনরাবৃত্তিতে বক্তব্যটি গল্পের ইমেজ তৈরিতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয় -

ঞ) 'সারা পৃথিবীতে আর কারও সঙ্গে নয়, কেবল তাঁর সঙ্গে। তিনি, শ্রীবঙ্কুবিহারী দত্ত, কাঁকুড়গাছি প্রাইমারি ইস্কুলে ভূগোল ও বাংলার শিক্ষক। আজ, এই এখন থেকে অন্তত একটা অভিজ্ঞতায়, তিনি সারা পৃথিবীতে এক ও অদ্বিতীয়।'[১২]

বঙ্কুবাবু প্রাইমারি ইস্কুলের শিক্ষক। বাংলা ও ভূগোল পড়ায়। ইস্কুলটা কাঁকুড়গাছিতে। বঙ্কুবাবুর পেশা পরিচয় দিয়েই গল্প শুরু। পুনরাবৃত্ত এই বিশেষ্যপদ স্থানীয় শব্দের নির্বাচন গল্পের প্রেক্ষাপট নির্মানে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। শব্দগুলি হল- কাঁকুড়গাছি, প্রাইমারি। প্রাইমারি শব্দ বলে ইস্কুল নির্দিষ্ট করে দিয়ে আর্থিক অবস্থা বুঝিয়ে দেওয়া। যে বন্ধুর বাড়িতে আড্ডা বসে, শ্রীপতি মজুমদার পেশায় উকিল। ফলে অন্য বন্ধুরা মানে গোনে তোয়াজ করে চলে। শ্রীপতিবাবুর মুখে একটাও সংলাপ নেই। শুধু তার বক্তব্য বঙ্কুবাবু না এলে আড্ডাটা ঠিক জমে না। বঙ্কুবাবু আর এদের সামাজিক আর্থিক অবস্থান আলাদা। বঙ্কুবাবুর এদের সামাজিক স্বীকৃতিতে এদের নীচের তলার মানুষ। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও এদের আড্ডায় যোগ দিতে হয়। নাহলে একপ্রকার ধরে বেঁধে আনা হয়। বঙ্কুবাবুর কী কী হল না জীবনে এমন কিছু না-বাচক তালিকা গল্পে একজায়গায় উল্লেখ করে লেখক সুচারুভাবে ইস্কুল শিক্ষক বঙ্কুবাবুর জীবনযাপনের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। হিমালয়ের বরফ, দিঘার সমুদ্র, সুন্দরবনের জঙ্গল, শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের বটগাছ কিছুই তার দেখা হয়নি পঞ্চাশ বছর বয়সে। এত লোক থাকতে এ হেন লোকের সাথেই ভিন গ্রহের প্রাণী অ্যাং দেখা করে গেল। উদ্ধৃতাংশের 'কেবল'

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 15
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 139 - 144
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সংখ্যাবাচক বিশেষণ পদ, 'আজ এই এখন' নির্দেশক সর্বনাম, 'অন্তত' অব্যয় পদ ওই মূহূর্তে বঙ্কুবাবুর মনের উচ্ছ্বাসকে প্রকাশ করছে। এই প্রতিটা পদ গল্পের ইমেজ তৈরির এক একটা শক্ত খুঁটি।

অ্যাং ও বঙ্কুবাবু পরিচয় পর্বের সংলাপ -

ট) অত্যন্ত মিহি গলায় চিৎকার এল— মিলিপিপ্পিং খ্লুক, মিলিপিপ্পিং খ্লুক!
বঙ্কুবাবু চমকে গিয়ে থ'। এ আবার কী ভাষারে বাবা!
দ্বিতীয় চিৎকারে অ্যাং : 'হু আর ইউ? হু আর ইউ?'
বঙ্কুবাবু ঢোক গিলে বলে উঠলেন, 'আই অ্যাম বঙ্কুবিহারী দত্ত স্যার— বঙ্কুবিহারী দত্ত।'
অ্যাং : 'আর ইউ ইংলিশ? আর ইউ ইংলিশ?'
বঙ্কুবাবু চেঁচিয়ে বললেন 'নো স্যার। বেঙ্গলি কায়স্থ স্যার।
একটুক্ষণ চুপচাপের পর পরিষ্কার উচ্চারণে কথা এল, 'নমস্কার।'[১৩]

ভাষাবিজ্ঞানের পরিভাষায় অ্যাং বহুভাষিক, তার পরিষ্কার বাংলা উচ্চারণের উল্লেখ করে কথক স্পষ্ট করে তা। বঙ্কুবাবু মূলত দ্বিভাষিক। হিন্দিটা হয়তো পড়তে পারে; কিন্তু বলতে জানে না। তাই বলছে আড়াইটে ভাষা জানে। এবার সংলাপের ভাষা পর্যবেক্ষণে বোঝা যায় ভিনগ্রহী প্রাণী অ্যাং যখন তার ভাষায় বঙ্কুবাবুর সাথে কুশল বিনিময় করে কোনো সাড়া পায় না, তখন বুঝে যায় তিনি ভাষাটা জানে না। ইংরেজিতে কথা বলা শুরু করে, বঙ্কুবাবু উত্তর দেয়। কিন্তু সম্ভবত বঙ্কুবাবুর উচ্চারণ থেকে বুঝে যায়, তার মাতৃভাষা ইংরেজি নয়। দ্বিতীয় সংলাপে 'আর ইউ ইংলিশ?' জিজ্ঞেস করার সাপেক্ষে মন্তব্যটি অনুমান করা। প্রথমবার ঢোক গিলে উত্তর দেয়, দ্বিতীয়বার চেঁচিয়ে উত্তর দেয়। চরিত্রের স্বরক্ষেপণ বুঝিয়ে দেয় দ্বিতীয়বারের স্বচ্ছন্দভাব। দ্বিভাষিকের ক্ষেত্রে প্রথম ভাষা বা মাতৃভাষা বা নিজস্ব ভাষা দ্বিতীয় ভাষার ওপর প্রভাব ফেলে। বাক্যের গঠনে, উচ্চারণে মানে বলা শেখা দুই ক্ষেত্রেই। ভাষাবিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে যৌগিক দ্বিভাষিকতা (Compound Bi-Lingualism) বলা হয়।

উপমান-উপমেয় প্রয়োগের মধ্য দিয়ে বঙ্কুবাবুদের আড্ডার আসরের চরিত্রদের অজ্ঞতার পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। উত্তম পুরুষ কথকের বয়ানে চরিত্রদের সংলাপ –

ঠ) চণ্ডীবাবুর কথায়, তাদের কাছে স্যাটিলাইটের আলোও যা, সাপের মাথার মণিও তাই।[১৪]
ড) নিধু মোক্তারের বক্তব্যে, স্যাটিলাইটের যন্ত্রের পাক খাওয়া আর লাট্টুর পাক খাওয়া একই ঘটনা। তেমন তো সুইচ টিপলে পাখাও ঘোরে।[১৫]
ঢ) রামকানাই বলে তাদের কাছে রকেটও যা, ঘোড়ার ডিমও তাই।[১৬]

বন্ধুরা যখন বঙ্কুবাবুকে চিড়িয়াখানায় সংরক্ষণের কথা ভাবে। তখন বঙ্কুবাবুও মনে মনে তাদের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে চিড়িয়াখানার জীবেদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাথে তুলনা করে - 'উটের মতো থুতনি', 'কচ্ছপের মতো চোখ'। নিধু মোক্তারকে ভাবে 'ছুঁচো', রামকানাইকে 'ছাগল', চণ্ডীবাবুকে 'চামচিকে'। ছুঁচো, ছাগল, চামচিকে সবই মেটাফর নির্ভর গালি। এটি পশুপাখির নামকেন্দ্রিক। মেটাফর নির্ভর গালি হল অপশব্দের ভাণ্ডারের এক একটি অলঙ্কার। যেটি প্রয়োগ করে দুটি ভিন্ন সম্পর্কহীন বস্তুর মধ্যে তুলনা বোঝানো হয়। যেখানে একটি জিনিসকেই অন্য জিনিস বলে উল্লেখ করা হয়। উপমান-উপমেয় এককশব্দে উপস্থিত থাকে না, 'মতো' অব্যয় পদও থাকে না। এটি বিমূর্ত কল্পনা। যা বক্তার ক্ষোভকে প্রকাশ করে। ভাষা প্রয়োগের গভীরতা প্রকাশ করে। গল্পের শেষে বঙ্কুবাবুর সংলাপে প্রযুক্ত উপমান এতদিনের ফুঁসিয়ে ওঠা রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় -

ণ) পাড়ার গণ্যমান্য শ্রীপতিবাবুর তাঁবেদারি করা লোকদের তার পোষা হুলোর সাথে তুলনা করে; যেটি ভালো পা চাটে।[১৭]

চণ্ডীবাবু, নিধু মোক্তার বা রামকানাই প্রত্যেকেই শুধু নিজের অজ্ঞতার কথা বলে না। বঙ্কুবাবু ছাড়া বাকিদেরও দলে টানে। 'আমাদের' সর্বনাম প্রয়োগ করে। উপরোক্ত সংলাপাংশে নির্বাচিত উপমান ব্যবহার থেকে বোঝা যায় বঙ্কুবাবুর বন্ধুরা কেউ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 15
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 139 - 144
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বিজ্ঞানের ধার পাশ দিয়ে চলে না। সঙ্গে অদ্ভুত অকাট্য অপ্রাসঙ্গিক সব যুক্তি। উপমেয় ক্ষমতাশীন ব্যক্তির তোষামুদে দলকে তুলনা করতে পোষা পোষ্যর উপমান টানা এতদিন ফুঁসিয়ে থেকে সপাটে চড় মারার মতোই। আরো কিছু উপমান-

ত) একটা অতিকায় উপুড়-করা কাচের বাটির মতো জিনিস সমস্ত ডোবাটাকে আচ্ছাদন করে পড়ে আছে।[১৮]

থ) নিশ্বাস্ব-প্রশ্বাসে মানুষের বুক যেমন ওঠে-নামে, কাচের ঢিবিটা তেমনই উঠছে-নামছে।[১৯]

এখানে একটি কল্পিত বস্তুকে মানুষের হৃদস্পন্দনের সঙ্গে তুলনা করে প্রাণ সঞ্চার করা। (থ) দৃষ্টান্তের উপমা কবিতার চিত্রকল্পের সাথে তুলনীয়। গদ্য ভাষাশৈলীতে উপমেয় ও উপমান ব্যবহারে অভিনবত্ব। একটি পদার্থকে সম্পূর্ণ রূপে অন্য প্রকারের বা অন্য শ্রেণীর সাথে তুলনা। এটির রূপকার্থে প্রযুক্ত।

শুধু সম্পূর্ণ বাক্য নয়, অসমাপ্ত বাক্যও অ্যাখানের অধিবাচনে অনেক দায়িত্ব পালন করে। সমাপ্ত বাক্য পাঠকের কল্পনাকে সীমায়িত করে। অধিবাচনে অসমাপ্ত বাক্য সমাপ্ত বাক্যের অভাব পূরণ করে। বেশিরভাগই ক্ষেত্রেই অনেক বেশি অর্থবহ হয়। গল্পাংশ থেকে -

দ) চিড়িয়াখানায় যদি রাখতে হয় তো...[২০]

ধ) বঙ্কুবাবু বললেন, 'আসুন অ্যাংবাবু। আমিও আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুব—'[২১]

দুটো সংলাপই বঙ্কুবাবুর। সংলাপের কথা শেষ হয় না বঙ্কুবাবুর। একটু খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে, সমস্ত অসমাপ্ত বাক্য সুকৌশলে বঙ্কুবাবুর মুখেই বসানো। (দ) দৃষ্টান্তে এরপরেই উত্তম পুরুষ কথক জানায় বঙ্কুবাবুর চোখে জল। বঙ্কুবাবু আড্ডা ছেড়ে উঠতে চায়। এর আগে অনেক অপমানের কথার উল্লেখ আছে। কিন্তু বঙ্কুবাবুর কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। মনে মনে অনেক কিছু ভাবে। কিন্তু এই ঘটনার আগেই ঠিক একটি অসমাপ্ত বাক্য। এবং সর্বজ্ঞ কথনে বলা হচ্ছে ওইদিন বঙ্কুবাবু ভেবেছিলেন আড্ডাটা আজ ভালো হবে। যে সমস্ত ঘটনার কথা আগে পাই, তারপরেও বঙ্কুবাবুর এদের কাছে ভালো আচরণের প্রত্যাশা ছিল। কথকের এই মন্তব্য পাঠককে ভাবায়। অসমাপ্ত বাক্য পাঠকের ভাবার অবকাশ রাখে। (ধ) দৃষ্টান্তেও একই। এমনি আমাদের দৈনন্দিন কথোপকথনে এক্ষেত্রে আমরা বলে থাকি 'আমিও আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুব খুশি হলাম'। বঙ্কুবাবু খুশি তো বটেই। বঙ্কুবাবু অ্যাংয়ের সাথে কথা বলে নিজের মনের জড়তা কাটাতে পারল। এতদিন তার বন্ধুদের প্রতি সব সংলাপ মনে মনে বলাতে ছিল। এরপর বঙ্কুবাবু মুখ ফুটে বলল।

অ্যাখানে ধ্বন্যাত্মক শব্দের ভূমিকা অনেক। ধ্বন্যাত্মক শব্দের একটি ভাগ ধ্বনিবাচক শব্দ, যা প্রকৃতির ধ্বনি বা শব্দের অনুকরণে তৈরি। গল্পে 'রী রী রী রী', 'ধু ধু', 'ভোঁ ভোঁ', 'ঝিঁ ঝিঁ' এই শব্দগুলো গল্পের পরিবেশকে, নিস্তব্ধতাকে ফুটিয়ে তোলে। ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রসঙ্গ এলেই সত্যজিতের 'খগম' গল্পের কথা মনে আসে যে ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ পাঠকের মনে চিরকাল থেকে যাবে। সেই বালকিষণের শিস্ ধ্বনি - 'সাপের ভাষা সাপের শিস/ ফিস্ ফিস্ ফিস্ ফিস/ বালকিষণের বিষম বিষ/ ফিস্ ফিস্ ফিস্ ফিস'[২২] কী অসাধারণ প্রয়োগ। সত্যজিতের সমস্ত গল্পেই ফেলুদার গল্পগুলোতেও এই শব্দের প্রয়োগ কবিতার মতো ধ্বনি সৌন্দর্য্যের আবর্ত সৃষ্টি করে। অপর একটি ভাগ ভাববাচক শব্দ, যে শব্দগুলো কোনো ধ্বনি প্রকাশ না করে মনের অনুভূতি, শরীরের অবস্থা বা বিশেষ ভাবকে বোঝায়। যেমন 'ছমছম', 'ধড়াস' ইত্যাদি। অ্যাংয়ের চিৎকার শুনে বঙ্কুবাবুর বুক 'ধড়াস' করে ওঠে। এখানে এই শব্দ প্রয়োগ বঙ্কুবাবুর দ্রুত হৃদস্পন্দন বা ভয় পাওয়াকে প্রস্ফুটিত করছে।

গল্পের ভাষাকে বাস্তবে জীবন্ত করে তুলতে অনুকার শব্দ সুকৌশলে যথাযোগ্য স্থানে প্রয়োগ করেন লেখক সুচারুভাবে। এই গল্পে ব্যবহৃত কিছু অনুকার শব্দ - 'ভুসোটুসো', 'কালিটালি', 'ছিঁড়েটিঁড়ে', 'স্যাটিলাইট-ফ্যাটিলাইট', 'চাঁদে-টাঁদে', 'গ্রহ-ট্রহ', 'নড়েচড়ে', 'নিশ্বাস-প্রশ্বাস', 'বেঁটেখাটো', 'চা-টা', 'কাপড়-চোপড়', 'খটকা-ফোসকা' (ফোটকা>ফোসকা – শব্দ বিপর্যয়), 'গোলগাল', 'খেয়েদেয়ে'।

এছাড়াও গল্পে একই শব্দের পুনরাবৃত্তির দ্বারা গঠিত দ্বিত্বমূলক 'লিক লিকে', 'টিপে টিপে', 'সার সার' ইত্যাদি শব্দগুলোও গল্পের ভাষাকে পাঠকের মুখের ভাষার সাথে মিলিয়ে দিয়েছে।

আখ্যানের সংলাপের ভাষাকে কথ্য ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে শব্দের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। দেশি চলিত শব্দের ব্যবহার গল্পের ভাষাকে বাস্তবের মাটিতে নামিয়ে আনে। এই গল্পের 'রগড়', 'রসিয়ে', 'দাবড়ানি', 'গোগ্রাসে গেলা', 'সড়াত', 'ধড়াস',

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 15
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 139 - 144
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

'ছ্যাঁদা', 'ইয়ে' ইত্যাদি দেশি শব্দের ব্যবহার আছে। নিত্যদিন আমাদের মুখে মুখে ঘোরে কিছু সমাসবদ্ধ পদ যেমন যাচ্ছেতাই, দাঁতালো প্রভৃতি শব্দগুলোও গল্পের ভাষাকে সহজ সরল ঝরঝরে করে তুলেছে।

সত্যজিৎ রায়ের যেকোনো গল্পের ভাষাশৈলী বিশ্লেষণ করলে তাঁর মূল খ্যাতির ছাপ পাওয়া যায়। ভাষা প্রয়োগের মুন্সীয়ানায় অল্প কথায় গল্পকে সিনেমার মতো প্রদর্শন করতে তিনিই জানতেন। 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু' গল্প অবলম্বনে আমেরিকার কলম্বিয়া পিকচারস্ 'The Alien' নামে ১৯৬৭ সালে একটি সায়েন্স ফিকশন ছবিও করেছিল।

Reference:

১. দাস, অমিতাভ. (২০১৪). অ্যাখ্যানতত্ত্ব. কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং. পৃ. ৫৭
২. রায়, সত্যজিৎ. (২০২১). 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু'. গল্প ১০১. কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড. পৃ. ১২
৩. ঐ, পৃ. ১২
৪. ঐ, পৃ. ১৩
৫. ঐ, পৃ. ১৩
৬. ঐ, পৃ. ১৩
৭. ঐ, পৃ. ১৩
৮. ঐ, পৃ. ১৩
৯. ঐ, পৃ. ১৩
১০. ঐ, পৃ. ১৮
১১. ঐ, পৃ. ১২
১২. ঐ, পৃ. ১৮
১৩. ঐ, পৃ. ১৪-১৬
১৪. ঐ, পৃ. ১২
১৫. ঐ, পৃ. ১৩
১৬. ঐ, পৃ. ১৩
১৭. ঐ, পৃ. ১৯
১৮. ঐ, পৃ. ১৪
১৯. ঐ, পৃ. ১৪
২০. ঐ, পৃষ্ঠা ঐ, পৃ. ১৩
২১. ঐ, পৃষ্ঠা ঐ, পৃ. ১৮
২২. রায়, সত্যজিৎ. (২০২১). 'খগম'. গল্প ১০১. কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড. পৃ. ১৬২